ভূমিকা

বৈদিক এবং লৌকিক এই দুই প্রকার সংস্কৃত সাহিত্যেই ছন্দের ভূমিকা অপরিসীম। উভয়ক্ষেত্রেই ছন্দ ভাষাকে অক্ষরের নিয়মে নিগড়িত করে তাকে সুষমামণ্ডিত করে তোলে।

পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যগ্রন্থে বলেন—

"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণং ষডঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ"।

"ব্রাহ্মণ নিষ্কাম ভাবনায় (কোন প্রয়োজনে নয়) ছয়টি অঙ্গবিশিষ্ট বেদ অধ্যয়ন করবেন এবং তার অর্থও জানবেন।" বেদের ছয়টি অঙ্গ প্রসিদ্ধ। যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। বৈদিক যুগের অন্তিমভাগে এই বেদাঙ্গগুলি সৃষ্ট হয়। অঙ্গ যেমন অঙ্গীর পরিপূরক তেমনি বেদাঙ্গগুলিও সমগ্র বেদসাহিত্যের যথাযথ অধ্যয়ন ও জ্ঞানের বিশেষ সহায়ক।

"পাণিনীয়শিক্ষা" গ্রন্থে বলা হয়েছে —বেদপুরুষের দুটি চরণ হল ছন্দ, কল্প হল দুটি হস্ত, জ্যোতিষশাস্ত্র হল চক্ষুঃস্বরূপ, নিরুক্ত হল শ্রবণেন্দ্রিয়। শিক্ষাশাস্ত্র হল ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ব্যাকরণ হল মুখস্বরূপ।

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গামধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।"

(পাণিনীয়শিক্ষা—৪১-৪২)

বেদপুরুষের চরণ হল ছন্দশাস্ত্র। চরণ যেমন শরীরকে ধরে থাকে ছন্দও তেমনি বেদমন্ত্রসমূহকে নির্দিষ্ট অক্ষরের বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। যজুর্বেদের গদ্যময় মন্ত্রগুলি ছাড়া বাকি তিন বেদের প্রায় সব মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ পদ্যাত্মক। বেদমন্ত্রগুলির শুদ্ধউচ্চারণের জন্য তাদের ছন্দজ্ঞান প্রয়োজন। পৃথক্ পৃথক্ বেদমন্ত্রের ছন্দ পৃথক্ পৃথক্। তাই বৈদিক ছন্দগুলির স্বরূপ বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। ছন্দ নামক বেদাঙ্গটি বেদের পঠনপাঠনে বিশেষ সহায়তা করে।

(১) ছন্দ কাকে বলে ?

বৈদিক অনুক্রমণী গ্রন্থে ছন্দের স্বরূপ বলা হয়েছে—যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ (২।৬)। প্রত্যেক ছন্দের নিজস্ব অক্ষর পরিমাণ বিদ্যমান। বিশেষ বিশেষ অক্ষরের শৃঙ্খলে বদ্ধ মন্ত্রগুলি বিশেষ বিশেষ ছন্দে অধিষ্ঠিত।

লৌকিক পদ্যকাব্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিশেষ বিশেষ অক্ষরের শৃঙ্খল। তাই পদ্যের স্বরূপ বলা হয় ছন্দোবদ্ধং পদং পদ্যম্। পদ্যে থাকে চারটি পাদ বা পদ বা চরণ। তাই ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাস বলেন— "পদ্যং চতুষ্পদী"। এই চতুশ্চরণাত্মকতা গদ্যে থাকে না।

Scanned by CamScanner

ছন্দোমঞ্জুরী

প্রথমঃ স্তবকঃ

মূল ঃ দেবং প্রণম্য গোপালং বৈদ্যগোপালদাসজঃ
সন্তোষাতনয়শ্ছন্দো গঙ্গাদাসস্তনোত্যদঃ।।১।।
সন্তি যদ্যপি ভূয়াংসশ্ছন্দোগ্রন্থা মনীষিণাম্।
তথাপি সারমাকৃষ্য নবকার্থে মমোদ্যমঃ।।২।।
ইয়মচ্যুতলীলাঢ্যা সদ্‌বৃত্তা জাতিশালিনী।
ছন্দসাং মঞ্জরী কান্তা সভ্যকণ্ঠে গমিষ্যতি।।৩।।
পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চবৃত্তং জাতিরাদি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ।।৪।।
সমমর্ধ সমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তৎ ত্রিধা।
সমং সমচতুষ্পাদং ভবত্যর্ধসমং পুনঃ।।৫।।
আদিস্তৃতীয়বদ্ যস্য পাদস্তুর্য্যো দ্বিতীয়বৎ।
ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্ত্তিতম্।।৬।।

◎ **অনুবাদ** ঃ বৈদ্যবংশজাত গোপালদাসের পুত্র এবং মাতা সন্তোষার গর্ভজাত (গ্রন্থকার) গঙ্গাদাস নিজ ইষ্টদেবতা গোপালদেবকে প্রণাম করে ছন্দবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করছেন। ১।

◎ **অনুবাদ** ঃ (গঙ্গাদাস বলছেন) যদিও মনীষিগণের রচিত বহু ছন্দবিষয়ক গ্রন্থ (বিদ্বৎসমাজে) প্রচলিত আছে, তথাপি নবীন শিক্ষার্থিগণের জন্য পূর্বাচার্যগণের গ্রন্থসমূহের সার সঙ্কলন করে আমি এই ছন্দোগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। ২।

◎ **অনুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় সমৃদ্ধ শোভনপদ্যযুক্ত আর্যাপ্রভৃতি ছন্দঃ শোভিত মনোরম এই ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থ সভ্যগণের কণ্ঠে বিরাজ করবে।৩।

◎ **অনুবাদ** ঃ চারটি চরণ বিশিষ্ট রচনাকে পদ্য বলা হয়। এই পদ্য দুই প্রকার—বৃত্ত ও জাতি। অক্ষরগণনার দ্বারা নিবদ্ধ পদ্যকে বৃত্ত বলা হয়। মাত্রাগণনার দ্বারা নিবদ্ধ পদ্যকে জাতি বলা হয়। ৪।

◎ **অনুবাদ** ঃ এই বৃত্ত তিনপ্রকার—সম, অর্ধসম ও বিষম। যে বৃত্তের চারটি পাদই সমান তাকে সমবৃত্ত বলা হয়। যে বৃত্তের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সমান এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদ অন্যপ্রকারের সমতাবিশিষ্ট তাকে অর্ধসমবৃত্ত বলা হয়।৫।

Scanned by CamScanner

◎ **অনুবাদ** ঃ যে বৃত্তের চারটি চরণই ভিন্ন চিহ্নবিশিষ্ট তাকে বিষমবৃত্ত বলা হয়।৬।

● **মূল** ঃ ম্যরস্তজভাগৈর্লান্তৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা।।৭।।
মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো, ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ।।৮।।
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।
ক্রমেণ চৈষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে যথা।।৯।।
জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বান্তমধ্যাদিগুরবোঽত্র চতুষ্কলাঃ।
গণাশ্চতুর্লঘূপেতাঃ পঞ্চার্যাদিষু সংস্থিতাঃ।।১০।।
সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা। ।১১।।

◎ **অনুবাদ** ঃ ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ ও ল—এই দশটি অক্ষরের দ্বারা সমগ্র বাঙ্ময় বা কাব্যজগৎ পরিব্যাপ্ত, যেমন ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত (দশটি অক্ষরের নামে দশটি গণ প্রচলিত এবং সকল বৃত্তছন্দ এই দশটি অক্ষরাত্মক গণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)।৭।

◎ **অনুবাদ** ঃ
ম—এই গণের তিনটি অক্ষরই গুরুবর্ণ।
ন—এই গণের তিনটি অক্ষরই লঘু।
ভ—এই গণের প্রথম অক্ষরটি গুরুবর্ণ (বাকী দুটি অক্ষর লঘু)।
য—এই গণের প্রথম অক্ষরটি লঘুবর্ণ (বাকী দুটি অক্ষর গুরু)।
জ—জ গণের মধ্যবর্তী অক্ষরটি গুরু (বাকী দুটি অক্ষর লঘু)।
র—র গণের মধ্যবর্তী অক্ষরটি লঘু (বাকী দুটি অক্ষর গুরু)।
স—স গণের শেষ অক্ষরটি গুরুবর্ণ (বাকী দুটি অক্ষর লঘু)।
ত—ত গণের শেষ অক্ষরটি লঘুবর্ণ (বাকী দুটি অক্ষর গুরু)।৮।

◎ **অনুবাদ** ঃ একটি মাত্র গুরুস্বরবিশিষ্ট অক্ষর হল গ গণ এবং একটিমাত্র লঘুস্বরবিশিষ্ট অক্ষর হল ল গণ। ক্রমে ক্রমে এই গণগুলির স্বরূপ রেখার দ্বারা প্রদর্শিত হবে।৯।

◎ **অনুবাদ** ঃ জাতিছন্দে চারটি মাত্রাযুক্ত পাঁচপ্রকার গণ দেখা যায়—সর্বগুরু, অন্তগুরু, মধ্যগুরু, আদিগুরু ও চতুর্লঘু। ১০।

◎ **অনুবাদ** ঃ অনুস্বারযুক্ত, দীর্ঘস্বরযুক্ত, বিসর্গযুক্ত এবং যুক্তবর্ণের পূর্ব বর্ণ গুরু হয়। কখনো কখনো পাদের অন্তস্থিত বর্ণ গুরু হয়।১১।

Scanned by CamScanner

সংস্কৃত ছন্দের নিয়মাবলী

"ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্"। ছন্দে রচিত পদসমষ্টিকে বলা হয় পদ্য। এই পদ্য নির্দিষ্ট অক্ষর বা মাত্রাবিশিষ্ট কোন না কোন ছন্দে নিবদ্ধ থাকে। পদ্য চারটি পাদ বা চরণবিশিষ্ট হয়। গঙ্গাদাস বলেন—

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ।।(১।৪)

পদ্যের ছন্দ দুইপ্রকার —বৃত্ত ও জাতি। নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা নিবদ্ধ ছন্দ হল বৃত্ত। মাত্রা অনুসারে নিবদ্ধ ছন্দ হল জাতি।

বৃত্ত ছন্দ তিনপ্রকার—সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত।

সমবৃত্ত ঃ— যে পদ্যের চারটি চরণেই সমান অক্ষরসমষ্টি থাকে (অর্থাৎ একই ছন্দে নিবদ্ধ থাকে) তাকে সমবৃত্ত বলা হয়।

অর্ধসমবৃত্ত ঃ—যে পদ্যের প্রথম ও তৃতীয়পাদ সমান এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদ সমান (একই ছন্দ বিশিষ্ট) তাকে অর্ধসমবৃত্ত বলা হয়।

বিষমবৃত্ত ঃ— যে পদ্যে চারটি পাদই ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ বিশিষ্ট তাকে বিষমবৃত্ত বলা হয়।

সকল ছন্দই দশটি অক্ষর বা গণ বিশিষ্ট হয়।

গঙ্গাদাস বলেন—

ম্যরস্তজভাগৈর্লান্তৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা।।(১।৭)

ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ ও ল এই দশটি অক্ষরের দ্বারা সমগ্র সাহিত্যের ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত। এই অক্ষরগুলির নামে এক একটি গণ পরিচিত হয়। গুরুবর্ণ ও লঘুবর্ণের ভেদ অনুসারে এই গণ গুলির ভেদ নিরূপিত হয়।

ম, য, র প্রভৃতি গণগুলির স্বরূপ গঙ্গাদাস বলেন—

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিরলঘুশ্চ নকারো,
ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ।।৮।।
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।
ক্রমেণ চৈষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে যথা।।৯।।

প্রাচীনমতে গুরুচিহ্ন s এবং লঘুচিহ্ন ' ।'
কিন্তু আধুনিক মতে গুরুচিহ্ন '—' এবং লঘুচিহ্ন 'ᴗ' ।
আমরা আধুনিকমত অনুসরণ করব।

Scanned by CamScanner

নীচে নিজ নিজ চিহ্ন অনুসারে গণ গুলির স্বরূপ প্রদর্শিত হল।

১। ম = — — —(ত্রিগুরুঃ অর্থাৎ তিনটি স্বরই গুরু)।

২। ন = ∪∪∪(ত্রিলঘুঃ অর্থাৎ তিনটি স্বরই লঘু)।

৩। ভ = — ∪∪ (আদিগুরুঃ অর্থাৎ প্রথম স্বরটি গুরু , বাকি দুটি লঘু)।

৪। য = ∪— — (আদিলঘুঃ অর্থাৎ প্রথম স্বরটি লঘু, বাকি দুটি গুরু)।

৫। জ = ∪— ∪ (গুরুমধ্যগতঃ অর্থাৎ মধ্যের স্বর গুরু, বাকি দুটি লঘু)।

৬। র = — ∪— (লঘুমধ্যঃ অর্থাৎ মধ্যের স্বর লঘু এবং বাকি দুটি গুরু)।

৭। স = ∪∪— (অন্তগুরু অর্থাৎ শেষেরটি গুরু, বাকি দুটি লঘু)।

৮। ত = — — ∪(অন্তলঘুঃ অর্থাৎ শেষেরটি লঘু, বাকি দুটি গুরু)।

৯। গ = — (গুরুরেকঃ, একটিই গুরুবর্ণ)।

১০। ল = ∪ (লঘুরেকঃ, একটিই লঘুবর্ণ)।

বিশেষ বিশেষ ছন্দে এই গণ গুলির বিশেষ প্রকারের ক্রম লক্ষিত হয়। যেমন বসন্ততিলক ছন্দের গণগুলি হল— ত, ভ, জ, জ, গ, গ। আবার বংশস্থবিল ছন্দের গণগুলি হল জ, ত, জ, র। এইভাবে বিশাল ছন্দের সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে এই দশটি গণ।

গুরুস্বর

গঙ্গাদাস ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে গুরুস্বরের লক্ষণ বলেন—

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা।(১।১১)

অনুস্বারযুক্ত বর্ণ, দীর্ঘবর্ণ, বিসর্গযুক্তবর্ণ এবং যুক্তবর্ণের পূর্ব বর্ণ গুরু হয়। কখনও কখনও পাদের অন্তস্থিতবর্ণ লঘু হলেও গুরু বলে গণ্য হয় ছন্দের খাতিরে।

১। অনুস্বারযুক্ত বর্ণ যথা— তং, জং, গং ইত্যাদি।

২। দীর্ঘবর্ণ —আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ এই স্বরগুলি এবং এই স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনগুলি।

৩। বিসর্গযুক্তবর্ণ —কঃ পঃ ইত্যাদি।

— ∪ —

৪। সংযোগপূর্ব বর্ণ— **সঞ্চিতম্** এই পদে স এর অকার লঘু হলেও ঞ্চ এর পূর্ববর্তী হওয়ায় তা গুরুস্বর বলে গণ্য হবে।

৫। পাদান্তগত বর্ণ —পাদের তিনটিতেই যদি কোনছন্দের খাতিরে শেষেরবর্ণ গুরুবর্ণ থাকে অথচ চতুর্থ পাদে লঘুবর্ণ থাকে তাহলে সেটিও গুরুবর্ণ রূপেই পঠিত হবে।

পাদান্তস্থিত লঘুবর্ণ গুরু বলে গণ্য হয়—এবিষয়ে গঙ্গাদাস পিঙ্গালমুনিকৃত ছন্দঃশাস্ত্রধৃত একটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন "প্রহ্রে বা"। এর অর্থ হল 'পরে প্র বা হ্র থাকলে পূর্বস্থিত লঘুস্বর গুরুরূপে গণ্য হয় বিকল্পে'। কিন্তু বর্তমান মুদ্রিত পিঙ্গালছন্দঃশাস্ত্রে

Scanned by CamScanner

এই সূত্রটি দৃষ্ট হয় না।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণকার ভোজদেবের মত উল্লেখ করে গঙ্গাদাস বলেন— তীব্র প্রযত্নজনিত উচ্চারণ স্থলে গুরুস্বরও লঘুরূপে গণ্য হয়। সুতরাং যুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণটি গুরু হবে— এই যে নিয়ম বলা হয়েছে তা সর্বত্র ঘটে না। দ্রুততর পঠনের প্রযত্ন যেখানে থাকে সেখানে যুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ লঘুও থাকতে পারে (গুরু নাও হতে পারে) প্রাচীনগণ এতে ছন্দোভঙ্গের দোষ দর্শন করেন না।

উপরোক্ত গুরুস্বর ব্যতীত অন্যস্বরগুলি লঘুবর্ণ বলে গণ্য হয়। যথা অ, ই, উ ঋ এই স্বরগুলি এবং এই স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনগুলি।

যতি

যতি শব্দের অর্থ বিরতি, পাঠচ্ছেদ। জিহ্বা শ্লোক পাঠ করতে গিয়ে যেখানে বিশ্রাম করতে চায় তাকেই যতি বলা হয়। বিচ্ছেদ, বিরাম প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও যতিকে বোঝানো হয়। অবশ্য যে কোন ছন্দের যে কোন স্থানে বিরাম নেওয়া যায় না। প্রত্যেক ছন্দের স্বকীয় যতিস্থান লক্ষণে নির্দেশিত থাকে। যে ছন্দের লক্ষণে যতি নির্দেশিত হয় না তার পাদান্তে যতি বুঝে নিতে হবে। গঙ্গাদাস ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে যতির লক্ষণ বলেন—

যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া।।

যতি বিষয়ে গঙ্গাদাস পূর্বাচার্যগণের মত উল্লেখ করে বলেন— ছন্দের যতির ব্যবহার সার্বত্রিক নয়। আবার পদান্তে যতি শোভন হয়, পদমধ্যে যতি কাব্যের শোভাহানি ঘটায়। কিন্তু কখনও কখনও স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে পদমধ্যস্থিত যতি ও শোভাধায়ক হয়।

"যথাকৃষ্ণঃ পুষ্পাত্বতুলমহিমা মাং করুণয়া" এই ক্ষেত্রে পুষ্পা এর পর যতি বসেছে এটি শিখরিণী ছন্দের উদাহরণ। প্রথমে ছয়টি অক্ষরের পর এবং তারপর দ্বাদশ অক্ষরের পর এই ছন্দে যতি বসে।

শিখরিণী ছন্দের লক্ষণ "রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণী"।

যতিবিষয়ে গঙ্গাদাস তাঁর গুরু পুরুষোত্তমভট্টের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে শ্বেতমাণ্ডব্য প্রভৃতি বৈদিক ঋষিগণ শ্লোকে যতি স্বীকার করেন না। এই মতের সমর্থনে গ্রন্থকার কিছু শ্লোকও বলেছেন। কিন্তু এই মতটি গ্রহণীয় নয়। কারণ কাব্যাদর্শগ্রন্থে আচার্য দণ্ডী বলেন—

শ্লোকেষু নিয়তস্থানে পদচ্ছেদং যতিং বিদুঃ।
তদপেতং যতিভ্রষ্টং শ্রবণোদ্‌বেজনং যথা।।

এই মতে নিয়মানুসারে যতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় যতিভ্রংশদোষ শ্রবণের উদ্বেগ ঘটায়।

Scanned by CamScanner

ইন্দ্রবজ্রা

মূল ঃ স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ।

গোষ্ঠে গিরিং সব্যকরেণ ধৃত্বা রুষ্টেন্দ্রবজ্রাহতিমুক্তবৃষ্টৌ।
যো গোকুলং গোপকুলঞ্চ সুস্থং চক্রে স নো রক্ষতু চক্রপাণিঃ।।

অনুবাদ ঃ যে ছন্দে —ত, ত, জ, গ, গ —এই গণগুলি থাকে, তাকে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলে। যথা গোষ্ঠে গিরিং ....

শ্লোকার্থ ঃ (বৃন্দাবনে ইন্দ্রোৎসব বন্ধ হওয়ায়) ক্রুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র সাতদিনব্যাপী বজ্রপাতসহ প্রবল বর্ষণ আরম্ভ করলে যে চক্রধারী কৃষ্ণ নিজ বামকরের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা গোবর্ধন পর্বতকে ধারণ করে গোকুলকে এবং গোপগণকে রক্ষা করেছিলেন সেই চক্রধারী কৃষ্ণ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ ইন্দ্রবজ্রা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের অন্তর্গত একাদশ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দ। এই ছন্দের লক্ষণ গঙ্গাদাস ছন্দোমঞ্জরীগ্রন্থে বলেন---- "স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ"। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ তাকেই বলে যে ছন্দে ত, ত, জ, গ ও গ এই গণগুলি থাকে। উদাহরণ যথা—

ত ত জ গ গ
— — ∪ — — ∪ ∪ — ∪ — —
গোষ্ঠে গি | রিং সব্য | করেণ | ধৃ | ত্বা |

ত ত জ গ গ
— — ∪ — — ∪ ∪ — ∪ — —
রুষ্টেন্দ্র | বজ্রাহ | তিমুক্ত | বৃ | ষ্টৌ ||

ত ত জ গ গ
— — ∪ — — ∪ ∪ — ∪ — —
যো গোকু | লং গোপ | কুলঞ্চ | সু | স্থং |

ত ত জ গ গ
— — ∪ — — ∪ ∪ — ∪ — —
চক্রে স | নো রক্ষ | তু চক্র | পা | ণিঃ।।

এই উদাহরণে প্রতিপাদে ত, ত, জ, গ, গ— এই গণগুলি পাওয়া যায়। তাই এটি ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের উদাহরণ। লক্ষণে যতির উল্লেখ না থাকায় পাদান্তে যতি বুধতে হবে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ ইন্দ্রবজ্রা ত্রিষ্টুব্‌জাতীয়া একাদশাক্ষরা বৃত্তিঃ। যস্মিন্ ছন্দসি যথক্রমং

Scanned by CamScanner

ত ত জ গ গ ইতি গণাঃ বর্তন্তে তদ্ ইন্দ্রবজ্রেতি জ্ঞেয়ম্ ।

দৃষ্টান্তো যথা—

ত ত জ গ গ
— — ∪ — —∪ ∪ —∪ — —
গোষ্ঠে গি | রিং সব্য | করেণ | ধৃ | ত্বা |

ত ত জ গ গ
— —∪ — —∪ ∪—∪ — —
রুষ্টেন্দ্র | বজ্রাহ | তিমুক্ত | বৃ | ষ্টো ॥

ত ত জ গ গ
— —∪ — —∪ ∪—∪ — —
যো গোকু | লং গোপ | কুলঞ্চ | সু | স্থং |

ত ত জ গ গ
— —∪ — —∪ ∪—∪ — —
চক্রে স | নো রক্ষ | তু চক্র | পা | ণিঃ ।। |

অস্মিন্ দৃষ্টান্তে ততজগগাঃ গণাঃ বর্তন্তে । অতএবাত্র ইন্দ্রবজ্রা ছন্দঃ জ্ঞেয়ম্ । লক্ষণে যতির্নোল্লিখিতা । অতএবাত্র পাদান্তে যতির্বোদ্ধব্যা ।

◎ **শ্লোকার্থ** ঃ পুরা ব্রজধান্নি গোপালস্য (কৃষ্ণস্য) অনুরোধেন ইন্দ্রোৎসবে রুদ্ধে সতি দেবরাজ ইন্দ্রো রুষ্টঃ সন্ যদা সপ্তাহং ব্যাপ্য সবজ্রপাতং বর্ষণং চক্রে তদা স্ববামকরস্য কনিষ্ঠয়া অঙ্গুল্যা গোবর্ধনপর্বতং ধারয়ন্ যঃ চক্রধারী কৃষ্ণঃ সমগ্রং গোকুলং গোপাংশ্চ রক্ষিতবান্ স চক্রধারী কৃষ্ণঃ অস্মান্ রক্ষতু ইতি ।

উপেন্দ্রবজ্রা

● **মূল** ঃ 'উপেন্দ্রবজ্রা' প্রথমে লঘৌ সা ।
উপেন্দ্র ! বজ্রাদিমণিচ্ছটাভির্বিভূষণানাং চ্ছুরিতং বপুস্তে ।
স্মরামি গোপীভিরুপাস্যমানং সুরদ্রুমূলে মণিমণ্ডপস্থম্ ।।

● **অনুবাদ** ঃ ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের প্রথম অক্ষরটি লঘু হলে তাকে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলা হয় । লক্ষণে 'সা' এই পদের দ্বারা পূর্বে উক্ত ইন্দ্রবজ্রা ছন্দকে বুঝতে হবে । এই ছন্দে জ, ত, জ, গ, গ—এই গণগুলি থাকে । উদাহরণ যথা—

Scanned by CamScanner

জ   ত   জ   গ   গ

∪ —∪   ——∪   ∪—∪   —   —

উপেন্দ্র। বজ্রাদি। মণিচ্ছ। টা। ভিঃ।

◎ **শ্লোকার্থ** ঃ হে উপেন্দ্র (কৃষ্ণ!)! দেবতরুমূলে মণিখচিতমন্দিরে হীরকাদি মণিময় অলংকারের দ্বারা উদ্ভাসিত এবং গোপীগণের দ্বারা সেবিত তোমার বপুকে স্মরণ করি।

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দটি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দের অন্তর্গত একাদশ অক্ষর বিশিষ্ট। গঙ্গাদাস ছন্দোমঞ্জরীগ্রন্থে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ বলেন— "উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা"। এখানে 'সা' এই পদের দ্বারা পূর্বে উক্ত ইন্দ্রবজ্রা ছন্দকে বুঝতে হবে। সুতরাং বক্তব্য হল সেই ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের প্রথম বর্ণটি লঘু হলে তাকে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলা হয়। এই ছন্দের লক্ষণে যতির উল্লেখ না থাকায় পাদান্তে যতি বুঝতে হবে। প্রথম বর্ণটি লঘু হওয়ায় এই ছন্দের গণগুলি হবে —জতজগগ।

উদাহরণ যথা—

জ   ত   জ   গ   গ

∪ —∪   ——∪   ∪—∪   —   —

উপেন্দ্র। বজ্রাদি। মণিচ্ছ। টা। ভিঃ।

জ   ত   জ   গ   গ

∪—∪   —— ∪   ∪—∪   —   —

বিভূষ। ণানাং চ্ছু। রিতং ব। পু। স্তে।।

জ   ত   জ   গ   গ

∪ —∪   ——∪   ∪—∪   —   —

স্মরামি। গোপীভি। রুপাস্য। মা। নং।

জ   ত   জ   গ   গ

∪—∪   —— ∪   ∪—∪

সুরদ্রু। মূলে ম। ণিমণ্ড। প। স্থম্।।।

এই দৃষ্টান্তে জ, ত, জ, গ, গ —এই গণগুলি বর্তমান। সুতরাং এটি উপেন্দ্রবজ্রাছন্দবিশিষ্ট।

➡ **সংস্কৃত ব্যাখ্যা** ঃ উপেন্দ্রবজ্রা ত্রিষ্টুব্‌জাতীয়া একাদশাক্ষরা বৃত্তিঃ। অস্যা লক্ষণমুক্তং গঙ্গাদাসেন ছন্দোমঞ্জর্যাং — "উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা" ইতি। অত্র 'সা' পদেন ইন্দ্রবজ্রা বোদ্ধব্যা। অত্র ছন্দসি জতজগগাঃ গণাঃ বর্তন্তে। লক্ষণে যতি র্নোল্লিখিতা। অতএব পাদান্তে যতি র্ভবেৎ।

বংশস্থবিলম্

মূল ঃ বদন্তি "বংশস্থবিলং" জতৌ জরৌ।

বিলাসবংশস্থবিলং মুখানিলৈঃ প্রপূর্য যঃ পঞ্চমরাগমুদ্গিরন্।
ব্রজাঙ্গনানামপি গানশালিনাং জহার মানং স হরিঃ পুনাতু নঃ।।

অনুবাদ ঃ যে শ্লোকে জ, ত, জ, র —এই গণগুলি থাকে তাকে ছন্দোবিদ্‌গণ বংশস্থবিল ছন্দ বলেন। দৃষ্টান্ত যথা—

জ ত জ র
∪—∪ —— ∪ ∪ —∪ —∪—
বিলাস | বংশস্থ | বিলং মু | খানিলৈঃ |

জ ত জ র
∪—∪ —— ∪ ∪ —∪ —∪—
প্রপূর্য | যঃ পঞ্চ | মরাগ | মুদ্গিরন্।|

জ ত জ র
∪—∪ —— ∪ ∪ —∪ —∪—
ব্রজাঙ্গ | নানাম | পি গান | শালিনাং |

জ ত জ র
∪—∪ —— ∪ ∪ —∪ —∪—
জহার | মানং স | হরিঃ পু | নাতু নঃ।।|

(এই শ্লোকের চারটি চরণে জ, ত, জ, র—এই গণগুলি আছে)

শ্লোকার্থ ঃ লীলাবিলাসার্থে বংশীর রন্ধ্রকে মুখবায়ুর দ্বারা পূর্ণ করে পঞ্চস্বরবিশিষ্ট রাগ ধ্বনিত করে যিনি গোপীদের এবং সঙ্গীতজ্ঞগণের মান হরণ করেছিলেন সেই শ্রীহরি আমাদেরকে রক্ষা করুন।

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ বংশস্থবিল ছন্দ জগতী জাতীয় দ্বাদশ অক্ষর বিশিষ্ট ছন্দ। এর লক্ষণ গঙ্গাদাস ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে বলেন— "বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ"। বংশস্থবিল ছন্দে জ, ত, জ, র—এই গণগুলি থাকে। দৃষ্টান্ত যথা কিরাতার্জুনীয়মহাকাব্যে —

জ ত জ র
∪—∪ —— ∪ ∪ —∪ —∪—
বিলাস | বংশস্থ | বিলং মু | খানিলৈঃ |

Scanned by CamScanner

জ ত জ র

∪—∪ —— ∪ ∪—∪ —∪—

প্রপূর্য | যঃ পঞ্ক | মরাগ | মুদ্গিরন্ ।|

জ ত জ র

∪—∪ —— ∪ ∪—∪ —∪—

ব্রজাঙ্গা | নানাম | পি গান | শালিনাং |

জ ত জ র

∪—∪ —— ∪ ∪—∪ —∪—

জহার | মানং স | হরিঃ পু | নাতু নঃ ।।|

এই শ্লোকের চারটি পাদেই জ, ত, জ, র —এই গণ গুলি আছে। সুতরাং এটি বংশস্থবিলছন্দের উদাহরণ। লক্ষণে যতির উল্লেখ না থাকায় পাদান্তে যতি বুঝতে হবে।

➡ **সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ** বংশস্থবিলম্ ইতি ছন্দঃ জগতীজাতীয়া দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তিঃ। অস্য লক্ষণং গঙ্গাদাসেন কথিতং ছন্দোমঞ্জর্যাম্—

বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ ইতি।

যস্মিন্ পদ্যে জ, ত, জ, র ইতি গণা বর্তন্তে তৎ পদ্যং বংশস্থবিলছন্দঃ সমন্বিতম্। দৃষ্টান্তো যথা কিরাতার্জুনীয়ে—

জ ত জ র

∪—∪ —— ∪ ∪—∪ —∪—

বিলাস | বংশস্থ | বিলং মু | খানিলৈঃ |

জ ত জ র

∪—∪ —— ∪ ∪—∪ —∪—

প্রপূর্য | যঃ পঞ্ক | মরাগ | মুদ্গিরন্ ।|

জ ত জ র

∪—∪ —— ∪ ∪—∪ —∪—

ব্রজাঙ্গা | নানাম | পি গান | শালিনাং |

জ ত জ র

∪—∪ —— ∪ ∪—∪ —∪—

জহার | মানং স | হরিঃ পু | নাতু নঃ ।।|

অস্মিন্ পদ্যে প্রতিপাদং জ,ত,জ,র ইতি গণা বর্তন্তে। অতএবাসৌ বংশস্থবিলছন্দসঃ দৃষ্টান্তঃ।

লক্ষণে যতির্ন উল্লিখিতা। অতএবাত্র পাদান্তে যতি র্বোদ্ধব্যা।

Scanned by CamScanner

বসন্ততিলকম্

● মূল ঃ জ্ঞেয়ং "বসন্ততিলকং" তভজা জগৌ গঃ।

ফুল্লং বসন্ততিলকং তিলকং বনাল্যা
লীলাপরং পিককুলং কলমত্র রৌতি।
বাত্যেষ পুষ্পসুরভির্মলয়াদ্রিবাতো
যাতো হরিঃ স মথুরাং বিধিনা হতাঃ স্মঃ।।

● অনুবাদ ঃ যে ছন্দে —ত, ভ, জ, জ, গ,গ —এই গণগুলি থাকে, তাকে বসন্ততিলক ছন্দ বলে। উদাহরণ যথা—

ত ভ জ জ গ গ
— —∪ —∪∪ ∪—∪ ∪—∪ — —
ফুল্লং ব | সন্ততি | লকং তি | লকং ব | না | ল্যা |

ত ভ জ জ গ গ
— —∪ —∪∪ ∪—∪ ∪—∪ — —
লীলাপ | রং পিক | কুলং ক | লমত্র | রৌ | তি।

ত ভ জ জ গ গ
— —∪ —∪∪ ∪—∪ ∪—∪ — —
বাত্যেষ | পুষ্পসু | রভির্ম | লয়াদ্রি | বা | তো |

ত ভ জ জ গ গ
— —∪ — ∪∪ ∪—∪ ∪—∪ — —
যাতো হ | রিঃ স ম | থুরাং বি | ধিনা হ | তাঃ স্মঃ।।

(এই শ্লোকের প্রতি চরণে ত, ভ, জ, জ, গ,গ —এই গণগুলি পাওয়া যায়)।

◎ শ্লোকার্থ ঃ বনদেবীর বৈশিষ্টপ্রকাশক ঋতুরাজ বসন্তে প্রস্ফুটিত তিলকুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। ক্রীড়ারত কোকিলগুলি মধুর গান করছে। মলয়বাতাস পুষ্পসৌরভ বহন করে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু সেই হরি মথুরায় চলে গেছেন। হায় বিধির দ্বারা আমরা পীড়িত হলাম।

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ বসন্ততিলক শক্বরীজাতীয় চতুর্দশাক্ষরবিশিষ্ট বৃত্তি। এর লক্ষণ গঙ্গাদাস ছন্দোমঞ্জরীগ্রন্থে বলেন— "জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজাজগৌগঃ"। যে ছন্দে ত, ভ, জ, জ, গ, গ —এই গণগুলি থাকে তাকে বসন্ততিলক ছন্দ বলা হয়। দৃষ্টান্ত যথা—

Scanned by CamScanner

ত ভ জ জ গ গ
— — ∪ — ∪ ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ — —
ফুল্লং ব | সন্ততি | লকং তি | লকং ব | না | ল্যা|

ত ভ জ জ গ গ
— — ∪ — ∪ ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ — —
লীলাপ | রং পিক | কুলং ক | লমত্র | রৌ | তি।

ত ভ জ জ গ গ
— — ∪ — ∪ ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ — —
বাত্যেষ | পুষ্পসু | রভির্ম | লয়াদ্রি | বা | তো|

ত ভ জ জ গ গ
— — ∪ — ∪ ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ — —
যাতো হ | রিঃ স ম | থুরাং বি | ধিনা হ | তাঃ স্মঃ।।

এই শ্লোকের প্রতিপাদে ত, ভ, জ, জ ,গ ,গ —এই গণগুলি বর্তমান। সুতরাং এটি বসন্ততিলক ছন্দের উদাহরণ।

লক্ষণে যতির উল্লেখ না থাকায় পাদান্তে যতি বুঝতে হবে। বৃত্তরত্নাকরগ্রন্থে কেদারভট্ট বলেন— বসন্ততিলক ছন্দটি সিংহোন্নতা, উদ্ধর্ষিনী , মধুমাধবী ইত্যাদি নামেও প্রসিদ্ধ।

উক্তা বসন্ততিলকা তভজাজগৌগঃ সিংহোন্নতেয়মুদিতা মুনিকাশ্যপেন।
উদ্ধর্ষিণীতি গদিতা মুনিসৈবীতিন রামেণ সেয়মুদিতা মধুমাধতবে।।

➡ **সংস্কৃত ব্যাখ্যা** ঃ বসন্ততিলকং ছন্দঃ শক্করীজাতীয়ং চতুর্দশাক্ষরং বৃত্তম্। তস্য লক্ষণমুক্তং গঙ্গাদাসেন ছন্দোমঞ্জর্যাম্— জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজাজগৌগঃ ইতি।

যস্মিন্ ছন্দসি ত, ভ, জ, জ, গ, গ —ইতি গণাঃ বর্তন্তে তৎ ছন্দঃ বসন্ততিলকম্ ইতি বোদ্ধব্যম্।

বৃত্তরত্নাকরে কেদারভট্টেন উক্তম্—বসন্ততিলকং মুনিকাশ্যপেন সিংহোন্নতেতি, মুনিসৈতবেন উদ্ধর্ষিণী ইতি তথা রামেণ মধুমাধবী ইতি নাম্না প্রকীর্তিতম্। অত্র বসন্ততিলকা ইতি নাম উক্তম্।

Scanned by CamScanner